স্বপ্ন (Dream)

স্বপ্ন আমাদের জীবনেরই একটি ঘটনা — যদিও জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের কোন স্থান নেই। স্বপ্ন একটি মানসিক ঘটনা যাকে অনেকটা কল্পনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা তাকেই কাল্পনিক বলি যা বাস্তব নয়, কিন্তু বাস্তব থেকে সংগৃহীত নানা উপকরণকে বিভিন্নভাবে মিশ্রিত করে তা গঠিত হয়। স্বপ্নকে কল্পনার সঙ্গে তুলনা করা হয় এই জন্য যে স্বপ্নও বাস্তব নয়, হঠাৎ তার উপকরণ বাস্তব থেকে সংগ্রহ করা। নানা কারণে অবশ্য এই উপকরণকে বিকৃত করা হয়। এখানেই কল্পনার সঙ্গে তার পার্থক্য। এই বিকৃতির ফলে স্বপ্নকে আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন বা অর্থহীন বলে মনে হয়।

স্বপ্ন একটি অদ্ভুত ঘটনা। সাধারণ মানুষ যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে কোন অর্থ খুঁজে পায় না তাই স্বপ্ন দর্শন সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা বহু প্রাচীন কাল থেকে দেওয়া হয়েছে। স্বপ্ন অধিকাংশ সময়ে অত্যন্ত স্পষ্ট হলেও তার মধ্যে যৌক্তিকতার এত অভাব দেখা যায় যে বাস্তব বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা হয় না। দৈশিক ও কালিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করে স্বপ্নে নানা ব্যক্তি ও বস্তুর আবির্ভাব হয় যাদের হয়ত আমরা বহুদিন বিস্মৃত হয়েছি। আবার স্বপ্নে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যে মৃত। এই কারণে প্রাচীন যুগের মানুষেরা মনে করেছিলেন যে স্বপ্নে দৈবপুরুষ বা মৃতব্যক্তিদের আগমন হয়। তাঁরা স্বপ্নদ্রষ্টার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। অনেকে মনে করতেন যে স্বপ্ন দেখার সময় স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মা শরীর থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ আত্মার দেশে গমন করে। এই কারণে এমন বিশ্বাসও ছিল যে স্বপ্নে আমরা ভবিষ্যৎকে দেখি।

ফ্রয়েড স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করার জন্য মনের স্তরভেদ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে মন ও চেতনা সমব্যাপক নয়। সজ্ঞান মনের স্তর ছাড়াও মনের আরও একটি স্তর আছে যা নির্জ্ঞান বা অচেতন। ফ্রয়েডের মতে একথা স্বীকার না করলে স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমরা যে সমস্ত স্বপ্ন দেখি সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বা অদ্ভুত বলে মনে হলেও ফ্রয়েডের মতে কোন স্বপ্নই অর্থহীন নয়। তবে স্বপ্নের অর্থকে জানার জন্য তাকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ফ্রয়েড তাঁর স্বপ্নতত্ত্বে স্বপ্ন ব্যাখ্যার পদ্ধতি উপস্থিত করেছেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে স্বপ্ন মূলতঃ মানুষের ইচ্ছাপূরণের একটি মাধ্যম। যে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না তা স্বপ্নের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হয়। নানা কারণে ইচ্ছা বা কামনা অতৃপ্ত থাকতে পারে — কারণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক বা নৈতিক। স্বপ্নের মধ্যে সেই অতৃপ্ত কামনাগুলি পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে পায়। তবে অতৃপ্ত কামনা প্রকটভাবে পরিতৃপ্ত হয় না, কারণ সেখানেও সেই একই সামাজিক বা নৈতিক বাধা কাজ করে। অতৃপ্ত কামনাগুলি স্বপ্নে প্রতীকের আড়ালে ছদ্মবেশে পরিতৃপ্ত হবার চেষ্টা করে।

ফ্রয়েডের স্বপ্ন তত্ত্বে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে — (১) আমরা স্বপ্ন দেখি কেন? এবং (২) স্বপ্নে কিভাবে আমাদের ইচ্ছাপূরণ হয়?

আমরা স্বপ্ন দেখি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রথমতঃ জানতে হবে আমাদের সমস্ত ইচ্ছা জাগ্রত অবস্থায় পরিতৃপ্ত হয় না কেন? এর উত্তরে ফ্রয়েড বলেছেন যে আমাদের অনেক ইচ্ছাই অসামাজিক বা অনৈতিক — যার ফলে সচেতন অবস্থায় সেই সমস্ত কামনার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। এই সমস্ত

কামনার মধ্যে যৌন কামনাই সর্বাধিক। মানুষের সমস্ত যৌন কামনা বাস্তবে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। কারণ সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের অনুমোদন লাভ করে না।

এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ফ্রয়েড দুটি ধারণা প্রয়োগ করেন যাদের নাম resistence বা বাধা এবং repression বা অবদমন। নিষিদ্ধ কামনার পরিতৃপ্তিতে বাধা দেয় আমাদের সামাজিক ও নৈতিক বোধ। কিন্তু যে সমস্ত কামনা এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তারা মানুষের মনোজগৎ থেকে অন্তর্হিত হয় না। আমাদেরই মন তাদের পাঠিয়ে দেয় মনের আরও কোন গভীর স্তরে। এর নাম অবদমন বা repression, সামাজিক ও নৈতিক প্রতিরোধের ফলে তার অবদমন হয়ে যায়। নিষিদ্ধ কামনার নির্বাসন হলেও তার মৃত্যু হয় না।

এই অবদমিত কামনা নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নই তাদের মুক্তির পথ। যে নিষিদ্ধ কামনা অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, তাই বিকৃতভাবে, ছদ্মবেশে স্বপ্নের মধ্যে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

এই স্বপ্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফ্রয়েডকে স্বীকার করতে হল যে মনের একাধিক স্তর আছে। চেতন স্তরই মনের একমাত্র স্তর নয়। মনের একটি স্তর অচেতন বা নির্জ্ঞান। মনের এই স্তরভেদের তত্ত্বকে topographical বা ভৌগোলিক বলে মনে করা হয়েছে। মনের উপরের স্তরটি চেতন হলেও তার গভীরে আর একটি স্তর আছে যা অচেতন। প্রতিরুদ্ধ এবং অবদমিত কামনা মনের এই অচেতন স্তরে আশ্রয় লাভ করে। অবদমন প্রক্রিয়াটি মানুষের অজ্ঞাতসারে ঘটে। কিন্তু সচেতনভাবেও অনেক চিন্তাকে আমরা চেতন স্তরে প্রবেশ করতে না দিয়ে তাদের অচেতন স্তরে পাঠাই। এটি ঠিক অবদমন নয়। ফ্রয়েড একে নিরোধ বা suppression বলেছেন। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন নিরুদ্ধ ও অবদমিত এই দুপ্রকার কামনাই তার মধ্যে প্রকাশিত হয়, অবশ্যই প্রতীক বা ছদ্মবেশের আড়ালে।

'প্রতীক' ও 'ছদ্মবেশ' ইত্যাদি ধারণাগুলি একথা বোঝায় যে প্রতীককে ভেদ করতে না পারলে বা ছদ্মবেশ উন্মোচন না করতে পারলে স্বপ্নকে বোঝা যায় না। স্বপ্নে আমাদের কামনার যে রূপটি প্রকাশিত হয় তাই তার প্রকৃত রূপ নয়। তার অন্তরালে প্রকৃত রূপটি প্রচ্ছন্ন থাকে যাকে প্রকট করা মনোবিজ্ঞানীর কাজ। স্বপ্নের প্রকট ও প্রচ্ছন্ন এই দুটি রূপকে ফ্রয়েড manifest content বা প্রকট অথবা ব্যক্ত রূপ এবং latent content বা প্রচ্ছন্ন অথবা সুপ্ত রূপ বলেছেন। মানুষ নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নের যে বর্ণনা দেয় তাই সেই স্বপ্নের manifest বা প্রকট রূপ। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে স্বপ্নের এই আপাতরূপ তার আসল রূপ নয়। স্বপ্নের

একটি গভীর অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকে। এই আসল রূপকে প্রকাশ করার জন্য স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমাদের জানতে হয় কিভাবে স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন রূপটি অন্য রূপ গ্রহণ করে প্রকটিত হয়। ফ্রয়েড একেই 'the mechanism of dream formation' বা স্বপ্ন গঠনের প্রক্রিয়া বলেছেন।

মনের একাধিক স্তরের উল্লেখ করা ছাড়াও ফ্রয়েড কতকগুলি মানসিক শক্তির কথা উল্লেখ করে মনের একটি গঠনগত বিভাগের কথা বলেছেন। আসলে নির্জ্ঞান মনে কতকগুলি প্রবৃত্তি বাস করে — কামপ্রবৃত্তি এবং ধ্বংস প্রবৃত্তি। এ ছাড়াও যে সমস্ত অসামাজিক বা নিষিদ্ধ কামনা অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে বাস করে তাও নির্জ্ঞান মনের একটি অংশ। সুতরাং নির্জ্ঞান মনের গঠন বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড তার একটি অংশের উল্লেখ করেছেন যা কতকগুলি প্রবৃত্তি ও অবদমিত কামনা দিয়ে গঠিত। তিনি নির্জ্ঞান মনের এই অংশের নাম দিয়েছেন Id বা অদস্।

ফ্রয়েড বলেছেন "Id is guided by pleasure principle" — অর্থাৎ সুখলাভের নীতির দ্বারা অদস্ পরিচালিত হয়। অদ্সের প্রবৃত্তি হল সুখ সন্ধানের প্রবৃত্তি। অদস্্যের সঙ্গে বাস্তবের কোন সংস্পর্শ নেই। বাস্তবে তার পক্ষে সুখলাভ করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন অদস্ বিচার করে না। শুধু অন্ধের মতো প্রবৃত্তিতাড়িত অদস্ সুখের দিকে হাত বাড়ায়।

কিন্তু সুখলাভের প্রবৃত্তি অদস্্যের ধর্ম হলেও বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। অদস্্যের প্রবৃত্তির সঙ্গে বাস্তবের অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ থাকায় প্রবৃত্তিকে খর্ব করার চেষ্টা করা হয়। যতটা সুখ বাস্তব জগৎ অনুমোদন করে, তার মধ্যেই মানুষ নিজের সুখলাভের প্রবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু যে কামনা বা প্রবৃত্তি বাস্তবে পরিতৃপ্ত হবার নয়, সেই কামনা মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয়লাভ করে। বাস্তবকে মনে রেখে প্রবৃত্তি বা কামনার এই নিয়ন্ত্রণ যে করে তাকে ফ্রয়েড 'অহম্' বা Ego বলেছেন। অদস্ অহমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলা হয় যে অদস্ সুখের নীতির দ্বারা পরিচালিত হলেও অহম্ পরিচালিত হয় 'Reality principle' বা বাস্তববোধের নীতির দ্বারা।

অহম্ যেমন অদস্কে তার স্বাধীন নির্বাধ সুখসন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেইরকম আরও একটি নিয়ন্ত্রকের কথা ফ্রয়েড কল্পনা করেছেন যার নাম অধিশাস্তা বা Super-ego। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্ভব হয় মানুষের নীতিবোধ থেকে। পিতামাতা বা সমাজ থেকে মানুষ যে আদর্শ বা মূল্যবোধ পায় তা মানুষের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সংযত করে। অহম্ অদসের কামনাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তবুও যদি কখনও অহম্ অদসের কামনাকে প্রকাশ করার জন্য প্রশ্রয়

দেয় তখন এই অধিশাস্তা তার শাসনদণ্ড প্রয়োগ করে। সুতরাং অহমের পক্ষে কোন ভাবেই বাস্তবকে নিয়ন্ত্রিত করে অদস্‌কে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়।

যে কামনা অহমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বা অধিশাস্তার দ্বারা শাষিত হয়, সেই কামনা যে খর্ব বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা নয়। সেই সমস্ত অতৃপ্ত কামনা মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু এই অবদমিত কামনার তো মৃত্যু হয় না। সে সর্বদাই নির্জ্ঞান স্তরে থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে কারণ মানুষের কামনা যতই নিষিদ্ধ হোক্ না কেন সে চায় চরিতার্থতা। ফ্রয়েডের মতে অহম্ বা অধিশাস্তার নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও এই অবদমিত কামনা স্বপ্নের মধ্যে তৃপ্তিলাভ করার চেষ্টা করে। এই তৃপ্তি বাস্তব পরিতৃপ্তি নয়। একে আমরা বিকল্প পরিতৃপ্তি বলতে পারি — বিকল্প এই অর্থে যে অবদমিত নিষিদ্ধ কামনা স্বপ্নের মধ্যে প্রতীক বা ছদ্মবেশের আড়ালে পরিতৃপ্ত হয়। অদসের কামনা কোন কোন ক্ষেত্রে অবিকৃত-ভাবে স্বপ্নে উপস্থিত হয়। তখন তার নগ্ন, বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করে অহম্ নিজেই উদ্বেগ ভোগ করে। এই উদ্বেগ সহ্য করা অহমের পক্ষে সহজ নয়; তাই এইরকম উদ্বেগের পরিস্থিতিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিষিদ্ধ কামনার অসংযত, অবিকৃত প্রকাশে উদ্বেগের তখন সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং স্বপ্ন কখনও কামনার অবিকৃত প্রকাশ নয়।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বকে বোঝার জন্য যেমন নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বকে জানা প্রয়োজন সেইরকম অবদমনের ধারণাও জানা প্রয়োজন। ফ্রয়েড বলেছেন যে অবাঞ্ছিত বা নিষিদ্ধ কামনা অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয়। কিন্তু অবদমনের পিছনে যে একটি দ্বন্দ্ব কাজ করে তা না জানলে অবদমনের কারণকে জানা যায় না। এই দ্বন্দ্ব হল একদিকে কামনার চরিতার্থতার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা এবং অপরদিকে তাকে সংযত করার নৈতিক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের পটভূমিতে ফ্রয়েড 'অদস্' ও 'অহম্' — এই দুটি শক্তিকে কল্পনা করেছেন। অদস্ যাবতীয় কামনাকে অসংযতভাবে পরিতৃপ্ত করার স্পৃহা বা শক্তি। অহম্ সেই শক্তি যা বাস্তববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অদসের বাস্তববিমুখ কামনাকে সংযত করে। আসলে অহমের জন্ম হয় অদস্ থেকেই। অদসের একটি অংশ যখন বিভিন্ন কামনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হতে দেখে তখন সেই অংশ থেকে অহমের জন্ম হয়। যাই হোক, মানুষের মনে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় যখন অদসের অতৃপ্ত কামনাকে নির্জ্ঞানে অবদমন করা হয়।

অহম্ যেন অদসের প্রহরী। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় অহম্ যদিও অদসের সবরকম কামনা তৃপ্তিতে বাধা দেয় নিদ্রিত অবস্থায় সে ততটা সজাগ থাকে না। অদসের যে কামনা জাগ্রত অবস্থায় তৃপ্তিলাভ করতে পারেনি যেগুলি স্বপ্নের মধ্য

দিয়ে পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। কিন্তু সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সেই নিষিদ্ধ কামনা স্বপ্নেও তৃপ্ত হয় না। কিভাবে ছদ্মবেশের আড়ালে এই কামনা অদস্‌কে তৃপ্ত করবে তা অহমের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অহমই কামনার প্রতীকী পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করে। এই ছদ্মবেশ না থাকলে কামনার অবিকৃত প্রকাশ নিদ্রাকেও ভেঙ্গে দেয়, যার ফলে স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়। স্বপ্ন নিদ্রাকে অব্যাহত রাখে কারণ — ছদ্মবেশে থাকার জন্য কামনার অসামাজিকতা বা অনৈতিকতা অনেকটাই চাপা পড়ে যায়। এই অর্থে স্বপ্নে নিষিদ্ধ কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না, আংশিক পরিতৃপ্তি হয়।

স্বপ্নে কামনার যে বিকৃতি ঘটে তাকে একপ্রকার কৌশল বলা চলে, কারণ এরই ফলে অতৃপ্ত কামনার আংশিক পরিতৃপ্তি হয়। এই কৌশলকেই ফ্রয়েড 'dream mechanism' বলেছেন। স্বপ্ন কৌশলের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার প্রসঙ্গে Boaz নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন ঃ

একদিন একটি শিশু তার স্কুলে শিক্ষকের কাছে অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহারে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করে। এর ফলে তার মধ্যে একদিকে ক্রোধ ও লজ্জা এবং অপরদিকে তীব্র অসহায়বোধ জন্মায়। কিন্তু এই ছোট ও দুর্বল ছাত্রটির পক্ষে এই অপমানের প্রতিবিধান করা সম্ভব ছিল না। সে সবদিক থেকে শিক্ষকের তুলনায় ছোট এবং শিক্ষক ক্ষমতা ও শক্তিতে তার চেয়ে অনেক বড়। অপমানের পরিবর্তে কিছু করতে না পারার জন্য এই ঘটনাটি তার অচেতন মনে অবদমিত হয়। কিছুদিন পরে এই ছাত্রটি স্বপ্ন দেখে যে একটি ছোট ইঁদুর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একটি বিড়ালের সাথে লড়াই করছে এবং অবশেষে বিড়ালটিকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্নটি অবাস্তব। একটি ছোট ইঁদুরের পক্ষে বিড়ালকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়।

কিন্তু বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধে ইঁদুরের জয়লাভ — এটি হল স্বপ্নের প্রকট বা ব্যক্তরূপ। এর নিহিত বা সুপ্ত রূপ হল ছাত্রটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাশালী একজন শিক্ষকের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ। ইঁদুর ও বিড়াল যথাক্রমে ছাত্র ও শিক্ষকের প্রতিনিধি।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে যে স্বপ্ন কৌশল বর্ণিত হয়েছে ফ্রয়েড তাকে কয়েকটি অঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন — সংক্ষেপন, অভিক্রান্তি, প্রতীকীকরণ ও নাটকীকরণ।

(ক) **সংক্ষেপন (Condensation)** ঃ স্বপ্নের সুপ্ত আকার সংক্ষেপিত হয়ে ব্যক্ত আকারে প্রকাশিত হয়। ব্যক্ত আকারটি সুপ্ত আকারের স্বাপ্নিক প্রকাশ হলেও সুপ্ত আকারটি ব্যক্ত আকারের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত হয়। ব্যক্ত আকারের নানা দিক বিশদভাবে স্বপ্নে প্রকাশিত হয় না, বরং তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিই

কামনার অসামাজিকতা বা অনৈতিকতা অনেকটাই চাপা পড়ে যায়। এই ভাবে স্বপ্নে নিষিদ্ধ কামনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না, আংশিক পরিতৃপ্তি হয়।

স্বপ্নে কামনার যে বিকৃতি ঘটে তাকে একপ্রকার কৌশল বলা চলে, কারণ এরই ফলে অতৃপ্ত কামনার আংশিক পরিতৃপ্তি হয়। এই কৌশলকেই ফ্রয়েড 'dream mechanism' বলেছেন। স্বপ্ন কৌশলের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার প্রসঙ্গে Boaz নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন ঃ

একদিন একটি শিশু তার স্কুলে শিক্ষকের কাছে অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহারে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করে। এর ফলে তার মধ্যে একদিকে ক্রোধ ও লজ্জা এবং অপরদিকে তীব্র অসহায়বোধ জন্মায়। কিন্তু এই ছোট ও দুর্বল ছাত্রটির পক্ষে এই অপমানের প্রতিবিধান করা সম্ভব ছিল না। সে সবদিক থেকে শিক্ষকের তুলনায় ছোট এবং শিক্ষক ক্ষমতা ও শক্তিতে তার চেয়ে অনেক বড়। অপমানের পরিবর্তে কিছু করতে না পারার জন্য এই ঘটনাটি তার অচেতন মনে অবদমিত হয়। কিছুদিন পরে এই ছাত্রটি স্বপ্ন দেখে যে একটি ছোট ইঁদুর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একটি বিড়ালের সাথে লড়াই করছে এবং অবশেষে বিড়ালটিকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্নটি অবাস্তব। একটি ছোট ইঁদুরের পক্ষে বিড়ালকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়।

কিন্তু বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধে ইঁদুরের জয়লাভ — এটি হল স্বপ্নের প্রকট বা ব্যক্তরূপ। এর নিহিত বা সুপ্ত রূপ হল ছাত্রটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাশালী একজন শিক্ষকের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ। ইঁদুর ও বিড়াল যথাক্রমে ছাত্র ও শিক্ষকের প্রতিনিধি।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে যে স্বপ্ন কৌশল বর্ণিত হয়েছে ফ্রয়েড তাকে কয়েকটি অঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন — সংক্ষেপন, অভিক্রান্তি, প্রতীকীকরণ ও নাট্যকীকরণ।

প্রকাশিত হয়। এই বর্জন ও সংক্ষেপণের কারণ আছে। যদি স্বপ্নের মধ্যে সুপ্ত আকারের প্রতিটি বিষয় থাকে তাহলে মানুষের কামনার অনাবৃত রূপটি তাকেই বিচলিত করবে এবং তার নিদ্রাভঙ্গ হবে। এর ফলে স্বপ্নের মধ্যে কামনার আংশিক বা বিকল্প পরিতৃপ্তির সুযোগ ঘটবে না।

(খ) **অভিক্রান্তি (Displacement)** ঃ স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বপ্নের ব্যক্তরূপ যেন বিভ্রান্তিকর। যেমন স্বপ্নের ব্যক্ত আকারে একজন ব্যক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদিও সুপ্ত আকারে তার ভূমিকা অতি নগণ্য। অথচ এমন হতে পারে যে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিটি নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এইভাবে গুরুত্ব এক ব্যক্তি থেকে আর একজন ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হতে পারে। শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, ঘটনার গুরুত্বও এইভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে। মূল কথা হল, সুপ্ত আকারে যা মুখ্য বা প্রধান ছিল ব্যক্ত আকারে তা গৌণ বা অপ্রধান হয়ে যেতে পারে, অথবা যা গৌণ ছিল তা মুখ্য হয়ে যেতে পারে।

(গ) **প্রতীকীকরণ (Smybolisation)** ঃ যে কোন স্বপ্নেই সুপ্ত আকারটি রূপান্তরিত হয়ে নানা বিভিন্ন আকারে ব্যক্ত হতে পারে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াকে প্রতীকীকরণ বলা হয়। তার কারণ সবক্ষেত্রেই প্রতীকের মাধ্যমে এই রূপান্তর ঘটে। প্রতীক বা symbol আসলে কোন কিছুর বিকল্প। মানুষের অবদমিত কামনা যেহেতু সমাজ ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ তাই তারা কখনও স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তাই ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয়। প্রতীক সেই নিষিদ্ধ কামনার ছদ্মবেশ।

ফ্রয়েড বিভিন্ন প্রতীককে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন বাক্স, ঘর প্রভৃতি নারীত্বের প্রতীক। আবার রাজা-বাণী পিতামাতার প্রতীক। বোঝা যায় যে সমস্ত প্রতীকের সার্বজনীন অর্থ আছে। যে কোন স্বপ্নের ক্ষেত্রে তাদের একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

(ঘ) **নাটকীকরণ (Dramatisation)** ঃ উপরোক্ত তিনটি প্রক্রিয়া কার্যকর হলে স্বপ্নের বিষয়বস্তু যেন অসংলগ্ন এবং অর্থহীন বলে মনে হয়। তার কোন সুনির্দিষ্ট আকার নাও থাকতে পারে। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নগঠনে এই তিনটি প্রক্রিয়া ছাড়া একটি চতুর্থ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় যাকে তিনি secondary elaboration বলেছেন। এই প্রক্রিয়ায় স্বপ্নের অসংলগ্ন বিষয়গুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে স্বপ্নের কাহিনী যেন নাটকীয় রূপ লাভ করে।

উপসংহার ঃ ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব একটি বৈপ্লবিক তত্ত্বের মর্যাদা পাবার যোগ্য। মানব মন চিরকালই আমাদের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। ফ্রয়েড স্বপ্ন

বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই রহস্য ভেদ করে মনের বিভিন্ন স্তর ও গঠনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। তবুও স্বপ্নকে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন তা কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল। যেমন, ফ্রয়েড মনে করেছিলেন যে স্বপ্নমাত্রই মানুষের ইচ্ছাপূরণের উপায় এবং এই ইচ্ছা বিশেষভাবে যৌন কামনা ছাড়া আর কিছু নয়। সমালোচকদের মতে ফ্রয়েডের এই সর্বযৌনতাবাদ বা pansexualism সঠিক নয়। আমাদের সমস্ত কামনা যা স্বপ্নে তৃপ্তিলাভ করে তা যৌন কামনা নয়। য়ুঙ্গ (Jung) এর মতে স্বপ্ন অতীতমুখী নয়। বরং স্বপ্নকে ভবিষ্যৎমুখী বলা চলে। তার কারণ স্বপ্নে মানুষ তার বর্তমান সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজে। স্বপ্নকে তাই উদ্দেশ্যমূলক বা teleological বলা হয়েছে। অথবা বলা চলে যে স্বপ্ন হলো বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি। স্বপ্নকে সামগ্রিকভাবে অতীত যৌনকামনার বিকল্প পরিতৃপ্তি বলা সঙ্গত নয়।